দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 MAY 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

২৭

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বরিশাল মেডিকেল কলেজে সমস্যার অন্ত নাই

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বরিশাল, ২৯শে মে—খুলনা বিভাগের একমাত্র মেডিকেল কলেজটি বরিশালে অবস্থিত। বরিশাল শেরে-বাংলা মেডিকেল কলেজ আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষক স্বল্পতা, ছাত্রাবাসে সিট সমস্যা, ডাইনিং রুমে ক্রোকারীজের অভাব, পানির তীব্র অভাবসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই রহিয়াছে অসংখ্য সমস্যা। আর এইসব সমস্যার কারণে

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ

(১ম পৃঃ পর)

কলেজের শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার সুষ্ঠু পরিবেশ হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

কলেজের ৭৯টি শিক্ষকপদের মধ্যে ২২টি পদ দীর্ঘদিন ধরিয়া শূন্য রহিয়াছে। শূন্য পদগুলির মধ্যে রহিয়াছে ৫টি অধ্যাপক পদ, ৬টি সহযোগী অধ্যাপক পদ, ৩টি সহকারী অধ্যাপক পদ, ৭টি প্রভাষক পদ। ইহাছাড়া উপাধ্যক্ষের পদটিও খালি।

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদ শূন্য রহিয়াছে। রক্তসঞ্চালন বিভাগে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে লোক নাই। রেডিও-থেরাপী বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদ শূন্য। এই তিনটি বিভাগে শিক্ষার্থীরা সবচাইতে বেশী অসুবিধার সম্মুখীন। তাহাদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হইতেছে।

ছাত্রাবাসে সিট সমস্যা এখন প্রকট। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হইতেছে ১১৬২ জন। ইহার মধ্যে ছাত্র ৯৫২ জন ও ছাত্রী ২১০ জন। তিনটি ছাত্রাবাসে মোট সিট হইতেছে ৬০৩ ও একটি ছাত্রীনিবাসে সিট হইতেছে ১৮৮। বর্তমানে ৩৭১ জন ছাত্র-ছাত্রীর কোন সিট নাই। তাহারা হোস্টেলের টি, ভি, রুম ও কমনরুমে বসবাস করিতেছে। প্রায় প্রতিটি রুমেই একই সিটে দুইজন শিক্ষার্থী থাকিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জটের কারণে সাতটি বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা এখন হলে অবস্থান করায় এই প্রকট সিট সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

হলগুলিতে খাবার অত্যন্ত নীচুমানের। ফলে বাধ্য হইয়া শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষার্থী হলের বাহিরে খাওয়া-দাওয়া করে। ছাত্রী হোস্টেলে প্রায় প্রতিটি কক্ষে নিজেরাই রান্না-বান্না করে। হলগুলিতে কোন সাবসিডি দেওয়া হয় না। ডাইনিং কক্ষে ক্রোকারীজ সরবরাহ হয় না।

হলগুলিতে পানি সমস্যা প্রকট। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন পানির অভাবে গোসল পর্যন্ত করিতে পারেনা। হলগুলি নোংরা-ময়লায় পরিপূর্ণ। চারিদিকে অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতার ফলে হল এলাকায় বাস করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। টয়লেটের অবস্থা সবচাইতে করুণ। কমোট-বেসিন ভাঙ্গা ও কলগুলি ব্যবহারের অযোগ্য। ছাত্রীনিবাসের গেটে একটি অতিথি কক্ষ রহিয়াছে। কিন্তু চেয়ার নাই। ছাত্রীদের অভিভাবকদের দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। হলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতেছে। ছাত্রীহলে সার্বক্ষণিক কোন সুপার নাই। ছাত্র-ছাত্রী হলের জন্য মাত্র একজন কাগজে-কলমে সুপার রহিয়াছেন। হলবাসিন্দাদের অভিযোগ: সুপারকে বছরের একটি দিন মাত্র পাওয়া যায়। উশৃংখল যুবকদের অবাধ বিচরণে শিক্ষার্থীরা লাঞ্ছিত হইতেছে। ছাত্রীহলের প্রাচীর দেওয়াল ভাঙ্গিয়া এলাকার কিছু লোকজন রাতদিন ছাত্রীহলের ভিতর প্রবেশ করে। তাহাদের অত্যাচারে ছাত্রীরা সন্ধ্যার পর দরজা বন্ধ করিয়া কক্ষে থাকে। এমনকি তাহারা কলেজ লাইব্রেরীতে পর্যন্ত সন্ধ্যার পর পড়াশুনার জন্য যাইতে পারে না। হলগুলির টি,ভি, রুম এখন কমনরুম হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। হলগুলিতে ও কলেজের কমনরুমে খেলাধুলার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের দারুণ অভাব। কলেজ ভবনের টয়লেটের অবস্থা সবচাইতে করুণ। কমনরুমগুলিতে কোন পত্রিকা/ম্যাগাজিন সরবরাহ হয় না। শিক্ষার্থীদের চাঁদা তুলিয়া কিনিতে হয়।

কলেজ লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বই নাই। প্রতি বছর নামমাত্র অর্থ এই খাতে বরাদ্দ করা হয়। বইয়ের অভাবে শিক্ষার্থীরা সবচাইতে বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কলেজ ক্যান্টিন অত্যন্ত নিম্নমানের। ব্যায়ামাগার শুধুমাত্র সাইনবোর্ড সর্বস্ব। শিক্ষার্থীদের পরিবহনের জন্য কোন যানবাহন নাই।

কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ হাবিবুর রহমান আনসারী জানান সমস্যার সমাধানের তাহারা চেষ্টা করেন, কিন্তু অর্থের অভাবে সম্ভব হয় না। শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য উর্ধ্বতন মহলে লেখালেখি চলিতেছে।